ইনকিলাব
তারিখ ... 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

ইনকিলাব : এ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্কুল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রাচীন ভবন। (ডানে) প্রথম প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিদ্যালয় পগোজ স্কুলের মূল ভবন

এক সময়ের স্বনামধন্য স্কুলগুলো হারিয়ে ফেলেছে গৌরবের ইতিহাস

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

তদানীন্তন পূর্ব বাংলার সর্বপ্রথম সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো এখন শুধুই ইতিহাস। পুরান ঢাকায় অবস্থিত এ স্কুলগুলোর স্বর্ণযুগ মানুষ আজ ভুলতে বসেছে। ঢাকার শিক্ষার দ্বার হিসেবে পরিচিত ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, পগোজ স্কুল, ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউট ও কে এল জুবেলী দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এসব স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক স্পীকার আবদুল হামিদ চৌধুরী, সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক, সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, কবি শামসুর রাহমান, মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান, রিয়ার এডমিরাল সুলতান মাহমুদ, কার্টুনিস্ট রফিকুন্নবী, শেখ ফজলুল হক মনি, সালাহউদ্দিন জাকি, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, গণস্বাস্থ্য হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জাফরুল্লাহ প্রমুখ। এক সময় ভাল স্কুলের তালিকায় এসব স্কুলের নাম থাকত। হালে এসব স্কুলের ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। দেশে জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি হলেও এসব স্কুলে কালে-ভদ্রে ২/১ জন ভাল ছাত্র পায়। ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে এসব প্রতিষ্ঠান খুবই অপরিচিত।

পুরান ঢাকার সদরঘাটের পাশেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অবস্থান। এটি তদানীন্তন পূর্ব বাংলার প্রথম সরকারী স্কুল। ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই মিস্টার রিজ নামের এক ইংরেজ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচজন ইউরোপিয়ান এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বসু ১৮৭৩ সালে প্রথম বাঙ্গালী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর প্রধান শিক্ষক হিসেবে আসেন রতনমণি গুপ্ত। তিনি আট বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ে এ স্কুলের ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতি বছর বাংলা বিহার ও আসামের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতো। নবম বছরে প্রথম স্থান অধিকার করতে না পারায় তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। আজও সফল প্রধান শিক্ষক হিসেবে তার নাম শ্বেতপাথরে খোদিত আছে– In memory of very meritorious services of Babu Ratanmoni Gupta A most successful teachers in Bengal during his Head Mastership (1888-1896). The Dacca Collegiate School stoot, first 8 years out of 9 at the Entrance Examination. ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২১-১৯২৩ এ তিন বছর কলেজিয়েট স্কুল থেকেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এরপর ১৯২৪-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ২/৩ জন ছাত্র মেধা তালিকায় থাকত। কিন্তু সে তুলনায় বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক। চলতি বছরে এ স্কুল থেকে ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৩১ জনই ফেল করেছে। প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন এ প্রতিবেদককে বলেন, মহানগরীর ভাল ভাল স্কুলসমূহে ভর্তি হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্ররাই এখানে ভর্তি হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই রেজাল্ট খারাপ হয়। তাছাড়া কোনো ছাত্র বোর্ড পরীক্ষায় ৪ বিষয়ে ফেল করলেও পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম থাকায় এসব ছাত্রদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। ফলে অকৃতকার্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পূর্ব বাংলার প্রথম বেসরকারী স্কুল হলো পগোজ স্কুল। এটি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজারের পাসেই এর অবস্থান। সারাদেশে প্রায় ৩৪ হাজার জিপিএ-৫ পেলেও এ স্কুল থেকে ১১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮৪ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ২ জন। এ পেয়েছে ২০টি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে বলেন, এখানকার ছাত্রদের শাসন করা যায় না। যদি কোনো ছাত্রকে পড়া আদায়ের জন্য পেটানো হয় তবে ক্লাসের পর তার বন্ধু-বান্ধব ও দলবলসহ ওই শিক্ষকের ওপর হামলা করা হয়। আবার অনেক সময় অভিভাবকরাও শিক্ষককে শাঁসিয়ে যায়। তাছাড়া এ স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান তাই অভিভাবকদের মনোভাব থাকে কোনোমতে পাস করলেই চলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সন্তানদের রেজাল্ট খারাপ হয়। এসব ছাত্রের বাসায় পড়ালেখার ভাল কোনো পরিবেশও নেই। তাছাড়া এসব স্কুলের অনেক ছাত্র পড়ালেখার পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরি করে।

১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউট। স্কুলটির এসএসসি'র ফলাফল খুবই হতাব্যঞ্জক। সদরঘাটের পাশেই এটি অবস্থিত। ২০০৬ সালে এ স্কুল থেকে ৫৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছিল মাত্র ২৪ জন। এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ৫১ জন, পাস করেছে মাত্র ২৯ জন। জিপিএ-৫ পায়নি একটিও। অথচ ভাল ফলাফলের জন্য ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন মিয়া ইনকিলাবকে বলেন, এক সময় এখানে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা ভর্তি হতো, আর এখন এখানে ভর্তি হয় নৌকার মাঝির সন্তান, ফেরিওয়ালার সন্তান অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সন্তান। তাই স্বাভাবিকভাবেই রেজাল্ট খারাপ হয়। প্রধান শিক্ষক আরো বলেন, ঐতিহ্যবাহী এ স্কুলের ঐতিহ্য ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।